Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই মাঘ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 25th Jan. 1961 { ৩৪শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২্ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

ঘটনা বহুল জানুয়ারী

—•—

সর্দ্দারনগরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুণ্যার্থীদের সমাবেশ, নেতাজীর জন্মদিন। কলিকাতায় জন্মদিনের উৎসবে তাঁহার কন্যা অনীতা উপস্থিত ছিলেন। ভারতে নেতার অভাব নাই কিন্তু নেতাজী বলিলে অন্য কাহাকেও না বুঝাইয়া বুঝায় বাংলার সুভাষচন্দ্রকে। ২৩শে তাঁহার জন্মোৎসব হইবার তিন দিন পরেই সাধারণতন্ত্র দিবস ২৬শে জানুয়ারী।

সাধারণতন্ত্র দিবস

ইংরাজের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে ভারত মুক্ত হইয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। সত্যকথা বলিতে কি ভারত সেদিন স্বাধীনতা বলিতে যা বুঝায় তা পায় নাই। ইংরাজ যা সেদিন দিয়াছিল তার নাম ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্। কাঙালের ছেলেকে যেমন ভুলাবার জন্য মা খিচুরী রাঁধিয়া ছেলের পোলাও খাবার সাধ মিটাইয়া তার কান্না বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে, আমাদের মুরুব্বিরা এই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্কেই স্বাধীনতা বলিয়া ১৫ই আগষ্টকে স্বাধীনতা দিবস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পঞ্জিকাতেও ঐ ১৫ই আগষ্টকে শুভ দিনের তালিকায় স্বাধীনতা দিবস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রতিবৎসর সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের সেবা কার্য্য করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে। নামে অনেকেই শপথ গ্রহণ করেন কিন্তু কাজের বেলায় স্বপথেই চলিয়া থাকেন। সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রে দেশ শাসনের ভার প্রজা সাধারণের হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ তাহাদের প্রতিনিধি ভোট দিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই সব প্রতিনিধি রাজ্যসভা, পার্লিয়ামেণ্ট প্রভৃতিতে উপস্থিত হইয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনার বিধান করেন। এই ভাবেই ছোট হইতে বড় এমন কি রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ সব সাধারণের হাতের গড়া বলা যাইতে পারে। যথাধর্ম্ম দেশের সেবা করিবার জন্য শপথ অনুসারে কাজ হইলে অকাজ হওয়ার ভয় থাকিত না।

নেতাজীর জন্মদিনে

—•—

২৩শে জানুয়ারী সোমবার প্রাতে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে "যুবক-সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রে"র সভ্যগণ নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রভাতফেরী বাহির করেন। সন্ধ্যায় মশালসহ শোভাযাত্রা করিয়া নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করেন।

পরলোকগমন

গত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২৷৹ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ উকিল শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৯৩ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। গত ১৯৫২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে জঙ্গিপুর উকিল বারের সভ্যগণ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ওকালতী করার জন্য তাঁহার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার গোঁসাইদুর্গাপুরে সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মত সচ্চরিত্রসম্পন্ন লোক আজকালকার দিনে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। কবির কথায় বলা যায় যেমন "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" তেমনি শরৎ বাবুর তুলনা শরৎ বাবুই। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে পঠিত শরৎকালে "শরৎ-প্রশস্তি"র অবিকল নকল পাঠকবর্গের গোচরার্থে মুদ্রিত করিলাম। তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, অনেকগুলি নাতি নাতিনী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

শরৎকালে
শরৎ-প্রশস্তি

—•—

কলঙ্ক মাখিয়া শরচ্চন্দ্র! গগনে হাসিছ হাসি!
অকলঙ্ক এক শরচ্চন্দ্রে দেখনা এখানে আসি!
আইন ব্যবসা করিলেন যিনি পঞ্চাশোর্দ্ধ বর্ষ,
বে-আইনী দোষ কোন দিন তাঁরে পারেনি
করিতে স্পর্শ!

আপন গণ্ডা ঠিক নিয়ে, দেন পরের গণ্ডা পরকে।
নিক্তির তৌলে সাচ্চা চলন টাকা কড়ি সম্পর্কে!
মক্কেল দিলে মামলা খরচ কোর্টফি আদির দাম,
কাগজের এক মোড়কে রাখিয়া লেখা থাকে
তার নাম।

এক মহাগুণ তাঁহারি শুনেছি, শুনি নাই
কারো আর—
এমন মানুষ দেখেছে কি কেহ—
জীবনে করেনি ধার?
জীবনে কখন কোন মানুষেরে ক'ন না রুক্ষ ভাষা,
দেখিনি কারেও তাঁহার নিকটে তাগাদা
করিতে আসা।
উকীলখানায় চলে যে সময় চাটিম্ চাটিম্ বুলি,
না মিশে তাহাতে, বসেন তফাতে
"অমৃতবাজার" খুলি।
আশীর উপর হয়েছে বয়স, বলা চলে তাঁরে বৃদ্ধ!
শিশুর চেয়েও কোমল স্বভাব, সরল অপাপবিদ্ধ।
শমন সবারে সমন পাঠায় সেদিন জবাব দিবে কে?
সওয়াল জবাব করিতে নিজের ঠিক রেখেছেন
বিবেকে।
প্রীতি-চন্দনে ভকতি-কুসুমে ভরিয়া হৃদয়-সাজি,
অর্ঘ্য সাজায়ে এনেছি তাঁহার চরণে দিবারে আজি।
এক মুখে বলা বড়ই কঠিন যত গুণ আছে তাঁর—
ধন্য হইনু শ্রীচরণ-ধূলি শিরে নিয়ে বার বার।

সরস্বতী পূজা

এ বৎসর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর সহরে অনেকগুলি এবং মহকুমার প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর পূজার্চ্চনা হইয়াছে। পূজার আয়োজন অপেক্ষা প্রতিমা নিরঞ্জনের জাঁকজমকই বেশী দেখা গিয়াছে।

গোপন ব্যাধি ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গণোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি ব্যাধির রোগীর চিকিৎসা হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল ৭টা হইতে ১০-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা হয়। উপরোক্ত রোগের রোগিগণ হাসপাতালে আসিয়া নিজ নিজ রোগ চিকিৎসা করাইতে পারে।

কাঙালী ভোজন

জঙ্গিপুর সাহেববাজার সরস্বতী পূজা সমিতির সদস্যগণ ৯ই মাঘ সোমবার প্রায় বার শত দরিদ্র নারায়ণকে পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করাইয়াছেন। আমরা উদ্যোক্তাগণেব সৎকর্ম্মের জন্য তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

সরিষার তৈলের মূল্য বৃদ্ধি

দেশের সর্ব্বত্র হঠাৎ সরিষার তৈলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জে উহা ২৸০ আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে। রেলওয়ে ওয়াগনের অভাবে বিদেশ হইতে সরিষা আমদানী না হওয়ায় ইহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ।

গঙ্গা ব্যারেজ অফিস

ফরাক্কায় গঙ্গা ব্যারেজের জন্য রঘুনাথগঞ্জে ও বহরমপুরে অফিস বসিয়াছে। এখানে দুইজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছেন। এখন 'পেপার ওয়ার্কস' হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব

—০—

লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী বলেন—বীণাপাণি!
তোর শক্তি সব জানি,
দীন-হীন তোর পুত্রগণ,
যারে দয়া করি আমি
তাহার দ্বারে গোলামী,
ক'রে খায় তোমার নন্দন।

আমার পুত্রের দাপে
সমস্ত মেদিনী কাঁপে,
সর্ব্ব শক্তিমান সব তারা।
তোর পদ করি সেবা,
কোথা সুখ পায় কেবা,
অন্নাভাবে সব দিশেহারা।

সরস্বতী—

শুনে ইহা সরস্বতী
কহিছে কমলা প্রতি
পুত্রগণ বটে মোর দীন।
টাকাকড়ি নাই ব'লে
দুঃখে তাহাদের চলে
দীন বটে নহে কভু হীন।

আমার পুত্রের বলে
ধনীদের কাজ চলে
তাই তারা টাকা দিয়ে রাখে।
তোর ধ্যান মন্ত্র স্তব
মোর পুত্র কৃত সব
নইলে কিসে পূজিত তোমাকে।

বাণী পূজায় নাট্যাভিনয়

গত ৮ই মাঘ রবিবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে "যুবক-সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের" সভ্যগণের উদ্যোগে "৪৩নং মেস" অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বহু দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন।

মোক্তারের বুদ্ধি

তো অর্দ্ধং মো অর্দ্ধং

এক বৃদ্ধ কোন উইল না ক'রেই হঠাৎ মরে যায়। বৃদ্ধের কোনও সন্তানাদি ছিল না। তার হঠাৎ মৃত্যুতে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ভাবলেন—স্বামীর জ্ঞাতিরাই এর পর সমস্ত ভোগ করবে, তার দান বিক্রী হেবা হস্তান্তরের ক্ষমতা কিছুই তো স্বামী দিয়ে যা'ন নি। হঠাৎ তার মনে সয়তানী বুদ্ধি গজিয়ে উঠলো। স্বামীর মৃতদেহ এক গোপন গৃহে সরিয়ে রেখে নিজেদের বহুদিনের এক আমমোক্তারকে ডাকিয়ে এনে সমস্ত ঘটনা বল্লেন। মোক্তার তখনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন—আপনি এখনি একজন উকীলকে ডেকে পাঠান আমি আপনার স্বামীর বিছানায় রুগ্ন হ'য়ে পড়ে থাকি উকীল এসে যখন আমাকে সব জিজ্ঞাসা করবেন আমি তার উত্তর দিব। আপনাকে দান বিক্রয়ের ক্ষমতা দিব। আপনার স্বামীর দস্তখতী কাগজও আমার কাছে আছে, আপনি সেইখানি উকীলকে দিবেন আর বলবেন যে স্বামীর হাত কাঁপছে তাই তাঁর দস্তখতী ডেমিতে উইল লিখুন। স্বামীর যা ইচ্ছা তা' অতি কষ্টে বলতে পারবেন। ডাক্তার ওঠা বসা করতে নিষেধ করেছেন। যথা সময়ে উকীলবাবু নকল স্বামীর বিছানার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি আপনার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করতে চান? নকল স্বামীরূপী সেই মোক্তার তখন অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করল যে আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে আমার স্ত্রীর দান বিক্রী হেবা হস্তান্তরের ক্ষমতা রহিল আর বাকি অর্দ্ধাংশ আমার বহুকালের বিশ্বস্ত আমমোক্তার শ্রীকৃপারাম মুন্সীকে প্রদান করলাম। বেচারা গরীব লোক কাচ্চা বাচ্চা লইয়া দুঃখে দিন কাটে এবং খুব ধর্ম্মভীরু ও বিশ্বাসী বলে তার সততার পুরস্কার স্বরূপ আমি স্বইচ্ছায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিলাম। আমার স্ত্রীর অর্দ্ধেক অংশে খুব সুখে স্বচ্ছন্দে চলবে। এইবারে বৃদ্ধের স্ত্রী বুঝতে পারলো যে মোক্তার একবার মাত্র তার স্বামী হ'য়ে কি রকম ফিঃ আদায় করলে। 'চোরার মাকে কাঁদতে নাই', কাজেই অর্দ্ধেক নিয়েই তাকে খুসী হ'তে হলো।

জ্বালানী কয়লার অভাব

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জে জ্বালানী কয়লার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মেসার্স হীরালাল চন্দ্রের ডিপোতে যে কয়লা আছে তাহা সাপ্লাই অফিস হইতে পারমিটের দরখাস্ত করিয়া কার্ড প্রতি এক মণ বা আধ মণ পাওয়া যাইতেছে। জ্বালানী অভাবে জনসাধারণ বিশেষ বিব্রত হইয়াছেন।

ইন্দারায় ষণ্ডের পতন

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত [illegible]নগর গ্রামের শ্রীরাজীব দাসের ষাঁড়ের সঙ্গে [illegible]রপুরের একটি ষাঁড়ের লড়াই বাধে। ঐ গ্রামে প্রাচীরবিহীন একটি ইন্দারায় পড়িয়া গিয়া বিবদমান [illegible]টি ষাঁড়ের জীবনান্ত হইয়াছে।

কার্য্যকাল

কংগ্রেস কর্ম্মীদের দশ বৎসরের বেশী কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী কংগ্রেসের অধিবেশনে এক সুপারিশ জানাইয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি শীঘ্রই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের অনেকে এ ব্যবস্থা সমর্থন করিতে চান না। আরাম হারাম হ্যায়—বলিয়া যাঁহারা এতদিন চেঁচাইয়া আসিতেছিলেন, গদির আরাম ছাড়িতে তাঁহারা রাজী নন।

যষ্টি-মধু

॥ সু—মো—দে ॥

সংবিধানের সমাধি

দেশের চাইতে বেশী ব্যক্তির সম্মান
রাজ্যের কাটিয়া অঙ্গ করে ভূমি দান।
গণতন্ত্র গুমখুন তুচ্ছ বিধি বাধা
সংবিধান হতে বড় ব্যক্তির মর্য্যাদা।

অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষক

—০—

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা চলিতেছে সরকারের পক্ষে তাহা কলঙ্ককর। মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে কর্ত্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু যে প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদের উপর এগুলি দাঁড়াইয়া আছে তাহার উন্নয়নের জন্য আজ অবধি উল্লেখ-যোগ্য কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি শ্রী এম, ভি, ঢোণ্ডে এ সম্পর্কে এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তদন্তের জন্য সরকার মুদালিয়ার কমিটি ও রাধাকৃষ্ণণ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীঢোণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা নির্ণয়ের জন্য অনুরূপ এক কমিশন নিয়োগের দাবী জানাইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আজো প্রায় পনের লক্ষ শিক্ষক উপযুক্ত বেতন ও ভাতার অভাবে নিম্নস্তরের জীবন যাপন করিতেছেন। ইহাদের অনেকেরই বেতন সরকারী অফিসের পিওনদের বেতন হইতেও কম। এই দুঃসহ অবস্থা দেশের সরকার আজো কেন চলিতে দিতেছেন বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে, ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক সকল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। এজন্য প্রাইমারী শিক্ষকদের সহযোগিতা অপরিহার্য্য। কিন্তু অবিরত দারিদ্র্যের সহিত যে কঠোর সংগ্রাম তাঁহাদের করিতে হয়, তাহাতে এই বিরাট দায়িত্ব বহনে কতটা সাহায্য তাঁহারা করিতে পারিবেন? মানুষ গড়ার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা নিজেরাই চরম দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাইতেছেন, সামাজিক মান মর্য্যাদা খোয়াইয়া বসিয়া আছেন। তাই কোন সত্যকার গঠনকর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এ সত্যটি সরকারেরও অজানা নাই।

সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই দরিদ্র, অবহেলিত শিক্ষকদের উপযুক্ত সামাজিক মর্য্যাদা দানের সুপারিশ জানাইয়াছেন। আজিকার দিনে, মানুষের মূল্যায়ন তাহার অন্তরের উৎকর্ষ বা মননশীলতার উপর নির্ভর করে, নির্ভর করে তাহার আয়ের অঙ্কের উপর। কাজেই প্রাইমারী শিক্ষকদের সামাজিক মান সম্ভ্রম দিবার আগে তাঁহাদের বেতন ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না। সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগী না হইলে মানুষ গড়ার কাজ ব্যাহত হইবে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা হইবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

নাট্যাভিনয়

—০—

গত ১৫ই জানুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকায় স্থানীয় টাউন ক্লাবের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ সবুজ-সখা শিল্পীদের অভিনন্দন জানাবার জন্য এবং টাউন ক্লাবের মাধ্যমে পরিচালিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের পারিতোষিক বিতরণের জন্য এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ রায়। অনুষ্ঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। "ইন্দ্রজাল" পরিবেশন করেন সুনীল ভৌমিক। তারপরে সবুজ-সখা সংস্থার জেলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নাটক "নবজন্ম" অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। অভিনয় শেষে সভাপতি মহাশয় এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন ও পারিতোষিক বিতরণ করেন।

প্রথম দিনের অভিনয়ে বহু দর্শক স্থানাভাবে চলিয়া যাওয়ায় তৎপর দিন ঐ নাটকের পুনরভিনয় হয়। ক্লাবের তরফ থেকে শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীব্রজেন মালা সব সময় অতিথিদের প্রতি যত্নপর ছিলেন।

সমৃদ্ধির পথে…

‘জনগণের সঙ্গে পরিকল্পনা’

পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র এ দুটি সকলের সংযুক্ত প্রচেষ্টাতেই রূপ পায় আর জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনগণের শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু এইখানেই তার সমাপ্তি নয়; জনগণের সঙ্গে গঠিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যেই সার্থক হয়ে ওঠে আমাদের আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়াসের একাত্মীয়তা।

অতীতের অর্থনীতিক ধ্বংসাবশেষের মাঝেই পুনর্গঠিত হচ্ছে এই পশ্চিমবাংলা — তার সামান্য সংস্থান আর অক্লান্ত সাধনা সহায় করে; সর্বত্র ও সকলের উচ্চতর জীবনযাত্রাই তার একান্ত লক্ষ্য। মাত্র এই ক'বছরের মধ্যেই এই কল্যাণরাষ্ট্র যত উন্নত হয়েছে তার জন্যে গর্ব করা যেতে পারে। অবশ্য আরো অনেক কাজই করবার রয়েছে আর তার জন্যে চেষ্টার অবধি নেই।

প্রজাতন্ত্রের এই বার্ষিক উৎসবে আসুন আমরা সকলে নতুন ভারত ও সোনার বাংলা গড়ে তোলার কাজে আবার নিজেদের উৎসর্গ করি। আমাদের স্বপ্ন সফল হবার সেই দিন আসন্ন যেদিন আমরা মিলিত হবো—

জনগণের সঙ্গে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে

গড়ে তুলবো

সোনার বাংলা

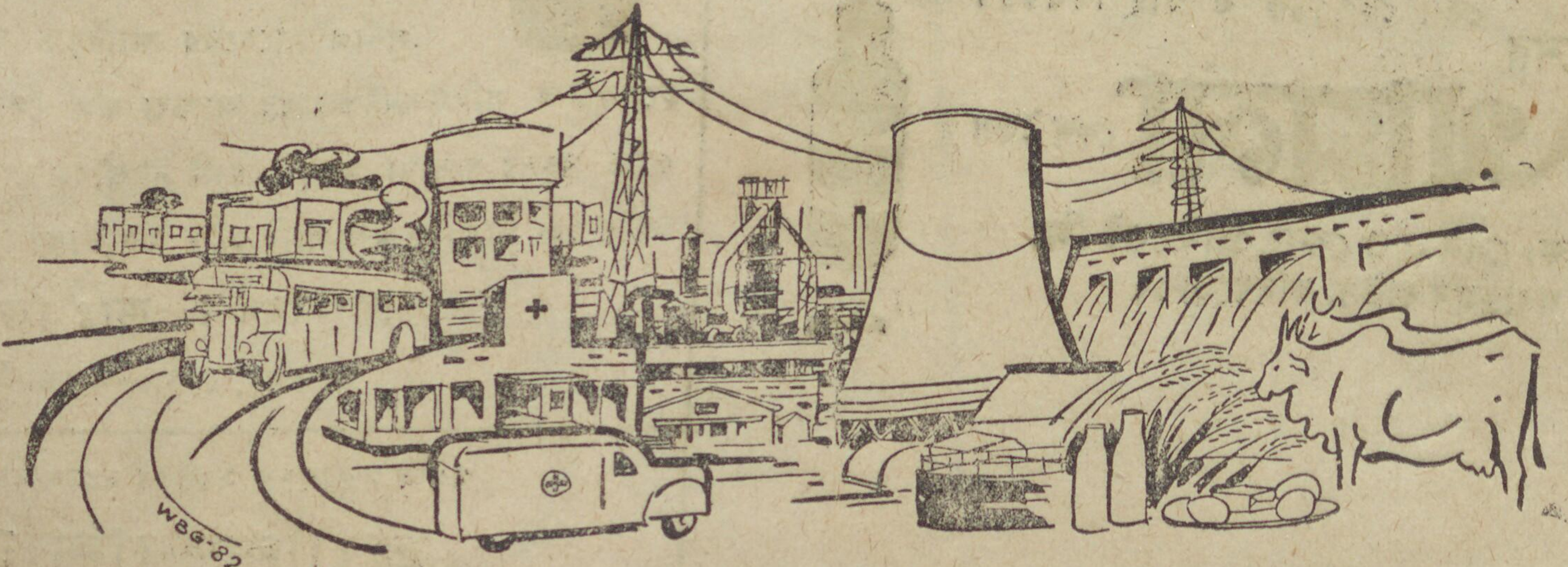

প্রজাতন্ত্র দিবসের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার [illegible]

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible] হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।